দৈনিক খবর

তারিখ ... 03 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ও ছাত্রদলের মিছিল

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তিনটি ছাত্র সংগঠন আলাদা আলাদা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে তিনটি ছাত্র সংগঠনই পৃথক পৃথক সমাবেশের আয়োজন করে। ছাত্র সংগঠন তিনটি হচ্ছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আ-অ), গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করতে গিয়ে গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগ নেতা কামরুজ্জামান আনসারীসহ আরো অনেক নেতা-কর্মী আহত ও পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জের প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে ছাত্রলীগ (আ-অ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বক্তৃতা করেন অসীম কুমার উকিল ও গোলাম মোস্তফা সুজন। নেতৃবৃন্দ যে সকল পুলিশ কর্মকর্তার নির্দেশে গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগের শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলা পরিচালনা করা হয়েছে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাদের অপসারণ ও বিচার দাবী করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার আহবান জানিয়ে অসীম কুমার উকিল বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ না করলে এর দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে এ সরকারকে বহন করতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল পেশাজীবী সংগঠনকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করে বলেন, এর পর যদি ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরা ছাত্রলীগের কর্মীদের উপর হামলা চালায় তা হলে আমরাও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নিয়ে তার উপযুক্ত জবাব দেব। গত মঙ্গলবার ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের মিছিলে ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীদের গুলী বর্ষণের তীব্র নিন্দা করে তিনি দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করেন।

যে সকল পুলিশ কর্মকর্তার নির্দেশে গত মঙ্গলবার ছাত্র মিছিলে হামলা চালিয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের আহত করা হয়েছে সে সকল পুলিশ কর্মকর্তার ২৪ ঘন্টার মধ্যে পদত্যাগ দাবী করে গোলাম মোস্তফা সুজন বলেন, দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের পর আমরা একটি স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখনও ছাত্র মিছিলে স্বৈরাচারী শাসনামলের মতো পুলিশী হামলা চালানো হচ্ছে। তিনি সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আহবান জানান। দশ দফা দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসারও দাবী জানান।

ছাত্রদল

অপরদিকে গতকাল একই সময়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও ক্যাম্পাসে একটি মিছিল বের করে এবং গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগ কর্মীদের ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদে ডাকসু ভবনের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তৃতা করেন ডাকসুর সহ-সাধারণ সম্পাদক নাজিমুদ্দিন আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা ইলিয়াস আলী, আলী আক্রাম, নাসিম, হাবিবুন্নবী সোহেল প্রমুখ। তারা শেখ হাসিনার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের কথাকে সাজানো ঘটনাকে বলে অভিহিত করেন এবং গত মঙ্গলবার গাড়ী ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে নাজিমুদ্দিন আলম বলেন, ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ইতিপূর্বে অনেক সন্ত্রাসই মোকাবেলা করেছে, ঠিক তেমনি সন্ত্রাসীদের শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নয় সারা বাংলাদেশ থেকে বের করে দেবারও আমরা ক্ষমতা রাখি।

ইলিয়াস আলী মিলন হত্যার আসামীদের গ্রেফতারের দাবী জানিয়ে বলেন, তাদেরকে গ্রেফতার করা না হলে প্রয়োজনে ছাত্রদল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য

গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য মধুর ক্যান্টিনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে ছাত্রদের ১০ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান। সমাবেশে বক্তৃতা করেন শামীমুল ইসলাম শিমুল, উদয় পাল ও রোকনুজ্জামান রোকন।

ক্যাম্পাসের বর্তমান বিশৃংখল অবস্থার জন্য ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ ছাত্রদল ও ছাত্রলীগকে দায়ী করে বলেন, এ ধরনের অবস্থা একটি জাতির জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।